



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 378 - 385

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

উৎপল দত্তের ম্যাকবেথ : পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শক্তির ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ

অর্কপ্রভ মিশ্র

Email ID : arkapravamisra@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Shakespeare,
Consciousness,
Economy
Capitalist,
Bourgeois,
Macbeth, Class,
Capital.

Abstract

Uppal Dutt took a slightly different approach to translating Shakespeare. During his translation, class consciousness and social consciousness came to the fore especially in Shakespeare's plays. Uppal Dutt respectfully wants to say about Shakespeare, Shakespeare's plays are full of elements of social philosophy and class consciousness. Many have tried to show Shakespeare as a representative of the bourgeois class. A capitalist society wants to introduce a petty bourgeois economy, with the owners of capital living in the hearth of capital as its controllers. Shakespeare's Macbeth falls in the hands of Uppal Dutt as the main focus of capital. In fact, when Uppal Dutt under took the translation of this play, progressive thought was constantly dying in the atmosphere of terror created in India and Bengal.

Discussion

উৎপল দত্ত শেক্সপীয়র অনুবাদে একটু অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অনুবাদের সময় শ্রেণি চেতনা ও সমাজ চেতনা শেক্সপীয়রের নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে এসে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন,-

“এত মানুষ এত রকম সমাজ এত সজ্জ্বর্ষ এত যুদ্ধ নিয়ে যিনি লিখে গেলেন, তিনি শুধু ভাবাবেগের ব্যবসায়ী, চিন্তা করতে অক্ষম -এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা কার কপালে জুটেছে?”^১

অর্থাৎ তিনি এই কথা বলতে চেয়েছেন শেক্সপীয়রের লেখার মধ্যে শুধুমাত্র নাটকীয় আবেগ বর্তমান এই ধারণা সঠিক নয়। তাঁর কথা অনুযায়ী শেক্সপীয়র নাটকের মধ্যে লুকিয়ে আছে তৎকালীন জীবন ও যন্ত্রণার ছবি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সমালোচকদের প্রতি তার খেদ রয়ে গেছে -

“শেক্সপীয়রের সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্র, অর্থ ব্যবস্থা ধর্ম বিশ্বাস, দর্শন প্রকৃতি জগৎ সবকিছু আলোচনা করতে প্রস্তুত, কিন্তু অন্য বেলায় নয়।”^২

অর্থাৎ শেক্সপীয়র সম্পর্কে উৎপল দত্ত শ্রদ্ধাশীল ভাবে বলতে চেয়েছেন, শেক্সপীয়রের নাটকে প্রচুর পরিমাণে সমাজ দর্শন থেকে শুরু করে শ্রেণি চেতনার উপাদান ভরপুর অনেকে শেক্সপীয়রকে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে বলেছেন, যে তাঁর নাটকে শাইলক, ম্যালভেলি ও ইয়োগোর আসনে বুর্জোয়া ইংরেজ প্রতিনিধি তাই তাদের মতাদর্শ নাটকে প্রচার করেছেন শেক্সপীয়র এই মতের তীব্র বিরোধিতা করে উৎপল দত্ত বলেছেন -

“বুর্জোয়াদের লোভ নিষ্ঠুরতা-নীচতা দেখিয়েছেন, ইয়াগোকে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি করে দেখিয়েছেন, অন্ততঃ এক ডজন ভিলেইন সৃষ্টি করেছেন বুর্জোয়া শ্রেণীকে হেয়প্রতিপন্ন করতে অথচ তিনি নাকি ছিলেন বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রচারক, কর্মসূচীর ব্যাখ্যা কারক!”^৩

এই বিষয় প্রমাণ হিসেবে বলতে গিয়ে, তিনিলুনাচারস্কির মতন পন্ডিতের বক্তব্য টেনে এনে বলেছেন শেক্সপীয়রকে, ফ্রান্সিস বেকনের সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছেন।

উৎপল দত্ত শেক্সপীয়রের এই ভাবনা থেকেই শেক্সপীয়রকে অনুবাদে ব্রতী হয়েছেন। তাই তাঁর অনুবাদে শেক্সপীয়রকে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অন্যরকম ভাবে পাই। তাঁর কাছে শেক্সপীয়র মানে বিপ্লব, আর এই বিপ্লবে বুর্জোয়ার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ের অপর নামই হল শেক্সপীয়র। উৎপল দত্ত অনুবাদিত শেক্সপীয়রের নাটকের নাম ও তার অনুবাদিত নাম নীচে দেওয়া হল -

মূল	অনুবাদিত নাম
টুয়েলফথ নাইট	দ্বাদশ রজনী
জুলিয়াস সীজার	জুলিয়াস সীজার
ওথেলো	ওথেলো
রোমিও জুলিয়েট	রোমিও জুলিয়েট
এ মিড সামার নাইটস ড্রিম	চৈতালী রাতের স্বপ্ন

আমার আলোচিত নাটক ম্যাকবেথ অনুবাদের ভূমিকার পাণ্ডুলিপিতে উৎপল দত্ত যে বক্তব্য লিখেছেন, সেই বক্তব্য থেকেই উৎপল দত্তের অনুবাদের পেছনের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া যায়।

“সন্দেহ - একদিন সন্ধ্যায় টেবিল ল্যাম্পের আলোকবৃত্তে আমার লেখা নানা নাটক আর কবিতা দেশে এই গভীর বিষ বলে আক্রান্ত হলাম যা বলতে চেয়েছি বলেছি কি? নাকি আয়নায় সব উল্টো হয়ে গেছে ডান হাতকে মনে হচ্ছে বাঁ হাত।”^৪

এই বক্তব্য থেকে বলা যায় স্রষ্টা হিসেবে উৎপল দত্ত চিরকালই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এই যুদ্ধে তাঁর সৃষ্টির ভেতরে সমাজ চেতনা বা শ্রেণি চেতনার কথা গভীর ভাবে ফুটে তুলতে চেয়েছিল। এই অনুবাদের মুখবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপল দত্তের ম্যাকবেথ অনুবাদের কারণ অনুসন্ধানে বলেছেন ডানকান ও ব্যাংককে হত্যার পর ম্যাকবেথ যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তাতে সে গর্ব করেই বলতে পারে -

“এ রাজ্যে নেই এমন ধনী, যার গৃহে আমার বেতনভুক গুপ্তচর নেই।”^৫

এই ভাবনা থেকে বোঝা যায় পুঁজীবাদী সমাজে পেটি বুর্জোয়া অর্থনীতি চালু করতে চায়, আর তার নিয়ন্ত্রক হিসেবে পুঁজির আঁতুর ঘরে বাস করা পুঁজির মালিকরা। শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ উৎপল দত্তের হাতে পড়ে হয় পুঁজির মূল কেন্দ্র। আসলে উৎপল দত্ত যখন এই নাটকের অনুবাদে ব্রতী হন তখন ভারতবর্ষে তথা বাংলায় সম্রাসের যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, সেই বাতাবরণে প্রগতিশীল চিন্তার মৃত্যু ঘটছিল প্রতিনিয়ত। মুখবন্ধ করার যন্ত্র হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রে, আর এই রকম পরিবেশে আদর্শগত ভাবে বামপন্থী প্রগতিশীল হিসেবে উৎপল দত্ত তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় সম্রাসের প্রতিবাদের ভাষায় তাঁর কাছে ম্যাকবেথ হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রের শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। ম্যাকবেথের স্কটল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত এক নায়কতন্ত্র হয়ে উঠল এ দেশীয় রাষ্ট্রীয় এক নায়কতন্ত্রের সমান। রাষ্ট্র যেন ম্যাকবেথের মত বলে উঠেছিল প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ কর। এই নাটকের অভিনয়ের পর ১৯৮৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত বলে উঠেন -

“শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ যখন আমরা করলাম আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ এর চেয়ে স্ফেরাচারের বিরুদ্ধে better play হতে পারে না।”^৬

বোঝাই যাচ্ছে উৎপল দত্ত কোন দৃষ্টিকোন থেকে ম্যাকবেথের অনুবাদ করেছিলেন। ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসলে বঙ্গীয় সম্রাস ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মূল নাটকের চরিত্রের নামের তিনি কোন পরিবর্তন করেন নি। তবে অনুবাদের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যই তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে যেন প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন ডাকিনীদের দিয়ে -

“১ম ডাকিনী, আবার কবে দেখা হবে তিনজনে, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, ঘোরবর্ষার কোন দিনে? ২য় ডাকিনী, যখন হানাহানি শেষ হবে, যুদ্ধের পালা সাজ হবে।”^৭ [প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

অর্থাৎ প্রগতিশীল মানুষের যে ধর্ম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা উৎপল দত্ত প্রথম থেকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর ভাবনাকে প্রকাশ করলেন। আবার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সৈনিকের কথা তিনি বলে থাকেন এইভাবে -

“ডানকান। কে ওই রক্তাক্ত শরীরি সৈনিক? অবস্থা দেখে মনে হয় যুদ্ধের সমাচার জানতে পারে ও।”^৮
[প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

এই যে রক্তাক্ত সৈনিকের মধ্য দিয়ে তিনি আসলে লড়াই এর ময়দানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে সহযোদ্ধা তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন বলে আমার মনে হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই যেন সৈনিকের একমাত্র পথ, যেখানে মূলে -

“Captain. And fortune, on his damned quarrel smiling,”^৯ [I Act, Scene II.]

সেখানে অনুবাদের সময় উৎপল দত্ত বলিয়েছেন।

“সেনানী: নিয়ত ও যেন রাজদ্রোহীর রক্ষিতারূপে করল আত্মপ্রকাশ।”^{১০} [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

আবার অনুবাদে উৎপল দত্ত লড়াই এর ময়দানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই যে, এক প্রতিবাদী চেতনার গৌরবের সে কথাও মনে করে দিয়েছেন অনুবাদক সেনানী। আমি অবসন্ন দেহের আঘাতগুলির পরিচর্যা প্রয়োজন।

“ডানকান: প্রতিটি ক্ষতে তোমার অঙ্গের গৌরব,”^{১১} [দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

উৎপল দত্ত তাঁর অনুবাদ ম্যাকবেথের যে উত্তর ঔপনিবেশিক আয়ত্তীকরণ ঘটিয়েছেন যেখানে লড়াই এর বদলে লড়াই এর মেজাজ তৈরী হয়েছিল এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণে। এই বাতাবরণের ভাষা যেন উচ্চারিত হয়েছে উৎপল দত্তের অনুবাদে। সরাসরি বিপ্লবের বাণী যেন মূলের ভাষার ভাষান্তরে -

“রস: অস্ত্রের প্রত্যাঘাতে অস্ত্র, বর্মের প্রতিরোধে বর্ম,”^{১২} [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

“Ross. Point against point, rebellious arm against arm,”^{১৩} [1 Act, Scene II.]

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ছবি যেন ধরা পড়েছে ম্যাকবেথের যুদ্ধ জয়ের বর্ণনায়। যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহীর অর্থাৎ সরকার বিরুদ্ধ কার্যক্রিয়ার কোন স্থান নেই আছে শুধু রাষ্ট্রের শৌর্য প্রকাশ করার ঘোর মোহ।

“সেনানী। কারণ মহাবীর ম্যাকবেথ-যোগ্য তিনি এ উপাধির - নিয়তিকে অবজ্ঞা হেনে, রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডে রঞ্জিত তরবারি ঘুরিয়ে শৌর্যের একনিষ্ঠ সেবকের মতন পথকেটে প্রবেশ করলেন শত্রুব্যূহের অভ্যন্তরে, দাঁড়ালেন ওই নীচ রাজদ্রোহীর মুখোমুখি তারপর বিনা সম্ভাষণে, বিদায়বাণীও না করে উচ্চারণ অস্ত্রাঘাতে তার বর্ম খন্ড খন্ড করে মুন্ড কেটে এনে আমাদের স্বর্গ প্রাকারে করলেন স্থাপন।”^{১৪} [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

রাষ্ট্রের কাছে নিজের আত্মপরিচয় তুলে ধরার এই রকম বলিষ্ঠ পদক্ষেপের বাইরে আর কোন উপায় ছিল না তৎকালীন রাজনৈতিক পরিসরে। যেখানে প্রতিবাদীদের গলা কাটাই ছিল রাষ্ট্র নিয়োজিত ব্যক্তির নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া। এখানে অবশ্যই বলতে হয় শেক্সপীয়র অতি সুচারুভাবে মূল নাটকে যুদ্ধজয়ের বর্ণনায় ম্যাকবেথের নিষ্ঠুর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

“Captain: Which smoked with execution? Like Valour's minion carved out his passage, Till he faced the slave; Till he unseamed him from the navel to the chops.”^{১৫} (I Act II Scene)

উৎপল দত্ত অনুবাদের ক্ষেত্রে লোকে সমাজে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন -

“ডাকিনী : দুধে কলায় ডাগর মাগি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, ‘দূর হ’ ডাইনি বুড়ি!”^{১৬} [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

এখানে ‘মাগি’ শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত লক্ষণীয় আবার উৎপল দত্ত ম্যাকবেথকে যেন রাষ্ট্রদ্রোহীদের ওপর অত্যাচারের প্রতীক বলে দৌড় করিয়েছেন, -

“রস - বিদ্রোহী দমনে তোমার অভিযানের বিবরণ পড়ে”^{১৭} [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

উৎপল দত্ত ম্যাকবেথের মাধ্যমে দেখিয়েছেন মানব চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য কেমন করে আস্তে আস্তে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জাঁতাকলে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, যেখানে সবাই হয়ে ওঠে ম্যাকবেথের মত। যেখানে ক্ষমতার অলিন্দে যাওয়ার জন্য মানুষ সব করতে পারে।

“ম্যাকবেথ। (স্বগত) আমার চিন্তায় নরহত্যা এখনো অস্পষ্ট এক স্বপ্ন মাত্র” ^{১৮} [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]
আবার এই ম্যাকবেথের ক্ষমতা লাভের অদৃশ্য ইচ্ছা দেখি, -

“ম্যাকবেথ (স্বগত): কাঙ্ক্ষারল্যাণ্ডের যুবরাজ! আমার আরোহন পথে এ এক সোপান।” ^{১৯} [প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]

অর্থাৎ ম্যাকবেথের ক্ষমতা লাভের এই প্রয়াসের সাথে সাথে আমরা মেলাতে পারি -Post Colonial বা উত্তর উপনিবেশবাদে তৈরি আর এক নতুন ক্ষমতায়ণের তত্ত্ব, যেখানে রাষ্ট্র ছলে-বলে-কৌশলে তার ক্ষমতায়ণের পথে তৈরি বাধাকে দূর করতে যেকোনো রকম অভিসন্ধিতে যেতে রাজি। তার মূল লক্ষ্য ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা। সেখানে ডানকানের মত অনেক হত্যালীলা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। প্রথম অঙ্কে লেডি ম্যাকবেথের সংলাপ দেখা যায়, লোভের ফুলিঙ্গ বারুদ দেওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ম্যাকবেথের মত উচ্চ অভিলাষীর পক্ষে সঠিক সহধর্মীনির কাজ করেছে লেডি ম্যাকবেথ।

“লেডি ম্যাকবেথ : আমাদের অনাগত প্রতিটি দিবা ও রাত্রি ভোগ করব রাজ্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব।” ^{২০} [প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

উৎপল দত্ত ম্যাকবেথের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় শোষণ যন্ত্রের কূট কৌশলে সাধারণ মানুষকে বলি দেওয়ার সদা প্রয়াসকে লক্ষিত করেছে।

“ম্যাকবেথ তোমার গর্ভে জন্ম নিক কেবলই পুরুষ ওই কঠিন উপাদানে পুরুষ ভিন্ন আর কিছু হবে না গঠিত। শয়নকক্ষের নিদ্রিত রক্ষীদের যদি রক্তে চিহ্নিত করি, ওদের ছুরিকা যদি করি ব্যবহার লোকে কি বলবে না, ওরাই করেছে এ কাজ?” ^{২১}

অনুবাদের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত ভীষণ ভাবে সহানুভূতিশীল তাই তিনি ম্যাকবেথের পরিনামের যে আভাস শেক্সপীয়ার যে অনুষ্ণের উল্লেখ করেছেন -

“Macbeth - Alarmed by his sentinel, the wolf, whose howl's his watch thus with his stealthy pace. With Tarquin's ravishing strides towards his design,” ^{২২} [II Act, I Scene.]

অনুবাদে উৎপল দত্ত বলেছেন, -

“ম্যাকবেথ। পিশাচেরা আহুতি দেয় পাণ্ডুবর্ণ! মহা ডাকিনীর পায়ে। শ্বাপদ গর্জনে সচকিত শুষ্ক শীর্ণকায় নরঘাতক নিঃশব্দ পদসঞ্চরণে নারীধর্মকের কামাতুর পদক্ষেপে চলেছে প্রেতমূর্তিসম আপন লক্ষপথে।” ^{২৩} [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।]

এখানে উৎপল দত্ত -

“Tarquins ravishing strides-এর অনুবাদে নারী ধর্মকের কামাতুর এই শব্দ দুটি প্রয়োগ করে আসলে রাজতন্ত্রের অবসানের গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। প্রসঙ্গত উল্লেখিত এটুসকান সম্রাট সেক্সটুসটারকুইনিউম নিউ ক্রেসিয়াকে ধর্ষণ করলে, তিনি আত্মহত্যা করেন এবং তার প্রতিবাদে যে বিদ্রোহ ঘটে তাতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।” ^{২৪}

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছেন অনুবাদক এবং এটাও বোঝাতে চেয়েছেন ম্যাকবেথের শাসিত রাষ্ট্র আসলে শোষণের মধ্য দিয়ে নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে। অনুবাদক উৎপল দত্ত ম্যাকবেথের মনঃবিকলন তত্ত্বকে পাঠকের আসনে সুন্দর শব্দ প্রয়োগ করে উদ্ভাসিত করেছেন, অপরাধীর মানস দর্শনে যাহা যথেষ্ট বলে মনে হয়। আসলে এটা থেকে অনুবাদক আবার রাষ্ট্রের শক্তির আসল ভিত চেহারাটি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন বলে আমার মনে হয়।

“ম্যাকবেথ - শুনলাম দূরগত এক কণ্ঠস্বর। আর ঘুম আসবে না এ জীবনে। ম্যাকবেথ নিদ্রিত মানুষকে হত্যা করে নিদ্রাকেই করেছে। খুন - মুগ্ধ আবাধ নিদ্রা, যে জীবনের উদ্বিগ্ন গ্রন্থি খুলে সরল করে,”^{২৫}
[দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

অনুবাদক তাঁর অনুবাদে মূল নাটকের Porter Scene অনুবাদে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখেন, -

“Porter : Here's knocking, indeed! If a man were Porter of Hell Gate, he should have old turning the key. (Knocking.) Knock, Knock, Knock. Who's there, I 'th' name of Beelzebub? - Here's a farmer, that hanged himself on th 'expectation of Plenty.”^{২৬} [II Act, Scene III.]

দ্বারী : বাবা, খটখটানি বটে। জাহান্নমের দারোয়ান গিরি করতে গেলে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে বুড়িয়ে যেতে হয়। [করাঘাত] খট খট খট! শয়তানের স্যাঙাতের দোহাই, চাঁদু, কে রে শালা ওখানে? এ সেই চাষি ভায়া, ফসল ভালো হবে এই আশায় যে আনন্দে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল, এখন ভুত হয়ে কড়া নাড়তে লেগেছে।^{২৭} [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য।]

এখানে উল্লেখ্য দুটি বিষয় উৎপল দত্তের শ্রেণি চেতনার ও শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের পাশে থাকার লক্ষণ আমি দেখতে পেয়েছি প্রথমত, ‘Beelzebub’ এখানে হয়েছে শয়তানের স্যাঙাত, আর দ্বিতীয়ত কৃষকের ফসল ভাল না হওয়ায় আত্মহত্যা করা। অর্থাৎ রাষ্ট্র শক্তির দোসরদের কেমন সামন্তপ্রভু, ভূমিমালিক প্রভৃতি মানুষদের তিনি এখানে শয়তান ও তাদের প্ররোচনায় কৃষকের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার যন্ত্রণা ও পরে আত্মহত্যা, এই বিষয়টিকে অনুবাদক তুলে ধরেছেন। আসলে সামন্ততন্ত্র বা বুর্জোয়া শক্তির ওপর শেক্সপীয়রের মত উৎপল দত্তও ব্যঙ্গ করেছেন। এই অঙ্কের এই দৃশ্যেই বিপ্লবের বার্তা দিয়েছেন অনুবাদক, -

“লেনক্স : আত্ম চিংকার, অগ্নি কান্ড ও রাষ্ট্র বিপ্লবের ভীমকণ্ঠ ভবিষ্যৎবাণী। দেশের মহা দুর্দিনের অগ্রিম বার্তা।”^{২৮} [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

ডানকানের মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত তার পরে হত্যাকারীর প্রতি প্রতিশোধস্বপ্নের মধ্য দিয়েই আছে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের বার্তা। রাষ্ট্রশক্তির চরম অপরাধের হত্যালীলার অন্যতম ছবি হল ডানকান, ব্যাঙ্কো, ম্যাকডাফের স্ত্রী ও তার পুত্রের হত্যা। অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে ম্যাকবেথের একের পর এক হত্যা আসলে রাষ্ট্রশক্তির রক্তে হাত লাল হওয়াকে প্রতিভাসিত করছে।

“রস : এই যে ঘটনা ঘটে গেল, রক্তাক্ত বস্ত্রও কম বলা হয়।”^{২৯} [দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]

তৃতীয় অঙ্কের ম্যাকবেথ নিজেকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে চায় বলে যে সংলাপ উচ্চারণ করেছে সেই উচ্চারণে লুকিয়ে আছে সাম্যবাদী প্রতিক্রিয়া, -

“ম্যাকবেথ : তাদের রাজ সমীপে উপস্থিত কর। ক্ষমতা কিছু নয় চাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।”^{৩০} [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

ক্ষমতার মদমত্তায় সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রশক্তির অস্বীকার যেন ম্যাকবেথের সংলাপে ধ্বনিত হয়েছে, -

“প্রথম ঘাতক : আমরা মানুষ প্রভু ম্যাকবেথ : হ্যাঁ লোক গণনার তালিকায় তোমরা মানুষ নামেই পাবে বটে তেমনি উচ্চজাতির শিকারী কুকুর ও রাজপথের ঘৃণ্য জীব, ধনীর আদরে লালিত দুলাল আর খেঁকি কুত্তা।”^{৩১} [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

রাজশক্তি সবসময় ক্ষমতার অবসানের ভয়ে অনুবাদক ফোটাতে চেয়েছেন এই ভাবে তাঁর অনুবাদে। তাই ব্যাঙ্কোকে তার এত ভয়, -

“ম্যাকবেথ : আমার ও সে শত্রু রাজার নিকটে তার রক্তলোলুপ পদস্থলার প্রতি মুহূর্তে সে আমার প্রাণ সংশয়।”^{৩২} [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

তাই নিজের ধ্বংসের সময় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা হয়ে যায় শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। সে হয়ে যায় অসুস্থ, তার ক্রিয়া কর্মের মধ্য দিয়ে থাকে একনায়কতন্ত্রের অবসানের কথা।

তাই নিজের ধ্বংসের সময় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা হয়ে যায় শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। সে হয়ে যায় অসুস্থ। তার ক্রিয়া কর্মের মধ্য দিয়ে যে প্রলাপ ধ্বনিত হয়, তাতে লেখা থাকে একনায়কতন্ত্রের অবসানের কথা - তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে যেখানে ব্যাঙ্কোর প্রেতাচার প্রবেশ ঘটায় ফলে ম্যাকবেথের ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকে একপ্রকার অবসাদের ছবি ধরা পড়েছে। যখন সে নিজের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুকে হারিয়ে ফেলে তখন সে বলে ওঠে, -

“Macbeth: The table’s full Lenox: Here is Place The reserved sir Macbeth : Where?”^{৩০} [III Act, Scene IV]

“ম্যাকবেথ : সব আসনই তো পূর্ণ দেখছি। রস : মহারাজের নির্দিষ্ট আসন রয়েছে এখানে। ম্যাকবেথ : কোথায়?”^{৩১} [তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]

উৎপল দত্ত তাঁর অনুবাদে যেমন গম্ভীর বক্তব্য রাখার সাথে সাথে, সহজ ও হাস্য লৌকিক ছন্দে শব্দ চয়ন করে অনুবাদ করেছেন -

“I witch. Round about the cauldron go; in the poisoned entrails throw. – Toad, that under cold stone Days and nights has thirty- one. Sweltered venom, Sleeping got, Boil thou first i’th’ charmed pot.”^{৩২} [IV Act, Scene I]

এই সংলাপ অনুবাদে এসে হয়েছে, -

“প্রথম - টগবগে হাঁড়ির চারিদিকে ঘুরি, তাতে ফেলি বিষাক্ত নাড়িভুড়ি, যে ব্যাঙ ঘুমায় পাথর-চাপা একত্রিশ দিনের ঘামে ভেজা সে ঘামে আছে বিষ সেই ব্যাঙের সেক।”^{৩৩} [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

উৎপল দত্ত অনুবাদের সময় মূলের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন প্রয়োজন মত যেমন -

“II Witch: Cool it with a baboon’s blood: Then the charm’s firm and good. [Enter Hecate and three witches] II Witch: By the Pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Open, locks, whoever knocks.”^{৩৪} [Act IV, Scene I.]

অনুবাদের সময় উৎপল দত্ত হেকটের প্রবেশ দৃশ্যটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ডাকিনীর দুটি সংলাপকে এক করে দিয়েছেন।

“দ্বিতীয় : বাঁদরের রক্ত ঢেলে ঠান্ডা কর, কারণ, কারণ তবেই লাগবে মারন উচাটন আমার বুড়ো আঙুলে জ্বালা ধরেছে, দুর্জন কেউ কাছে এসেছে, দরজায় দিলে ঘা সব তালা খুলে যা,”^{৩৫} [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

অনুবাদক ম্যাকবেথের লড়াইকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলেছেন, ধ্বংসের ছায়া সামনে দেখে শেষ চেষ্টা করছে রাষ্ট্র, যেমন ম্যাকবেথ করেছিল।

“Macbeth: (Aside). Time, thou anticipat’st my dread exploits. The flight purpose never is o, ertook.”^{৩৬} [IV Act, Scene I.]

“ম্যাকবেথ : মহাকাল, তুমি কি আগেই বুঝতে পেরে আমার সন্ত্রাস অভিযানে বাধা দিলে?”^{৩৭} [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

অনুবাদক ম্যাকডাফের পুত্রের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র শক্তির অবসানের বার্তা বয়ে আনেন।

“পুত্র : সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই ফাঁসি হয়? লেডি ম্যাকডাফ : হ্যাঁ। পুত্র : কে ফাঁসি দেবে? লেডি ম্যাকডাফ : যারা রাজ ভক্ত, ভালো লোক। পুত্র : রাজদ্রোহীরা তো বড় বোকা। তারা তো সংখ্যায় ঢের বেশি, তারা রাজ ভক্তদের আচ্ছা করে মার দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় না কেন?”^{৩৮} [চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

ম্যাকবেথ নাটকে প্রথম অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যে ম্যাকবেথের সংলাপ তার পরিণতি বুঝিয়ে দেয়।

“Macbeth: To – morrow, and to-morrow, and to-morrow Creeps in this petty pace from day to day.”⁸² [Act V, Scene V]

অনুবাদে ম্যাকবেথের সংলাপে ধরা পড়ে রাষ্ট্র শক্তির শোষণের অমোঘ বিপর্যয়ের কথা।

“ম্যাকবেথ : কাল, আগামীকাল, আবার আগামীকাল - দিন থেকে দিনে তার অবসন্ন গতি।”⁸⁰ [পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

ম্যাকবেথের পতনে লুকিয়ে থাকে রাষ্ট্রশক্তির সম্ভ্রাসের অবসান, যা এই অনুবাদে প্রেরণা দিয়েছে অনুবাদককে -

“ম্যাকবেথ : ভল্লুকের মতন আমায় শৃঙ্খলিত করে রেখেছে, পলায়নের পথ নেই, ভল্লুকের মতন বুঝতে হবে দস্ত নখরে।”⁸⁸ [পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য]

শেক্সপীয়রের এই নাটকের অনুবাদ উত্তর স্বাধীন যুগে কোনোভাবেই অন্য কোনো ভাবাদর্শে অনুবাদ করেননি অনুবাদক। তাঁর অনুবাদের পেছনে আছে ম্যাকবেথের ছদ্মবেশে বিংশ শতকের সত্তরের দশকের ভয়াবহ জরুরী অবস্থা। আর এই জরুরী অবস্থার ফলস্বরূপ মানুষের স্বাধীনতা হরণ ও ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকারের ক্ষমতাহীন হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের রাষ্ট্র নামক শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই সমস্ত কিছুর প্রতিবাদে স্কটল্যান্ডের ম্যাকবেথের অত্যাচার ও তার পতনের মধ্য দিয়ে অনুবাদক বোঝাতে চেয়েছেন রাষ্ট্রশক্তি যতই শোষণ ও পীড়নের যন্ত্র হোক, মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ, ও মানবিক চেতনা তার ধ্বংস ঘটিয়ে নতুন সূর্য আনবে।

Reference:

১. উদ্ধৃতি সূত্র, উৎপল দত্ত, *শেক্সপীয়রের সমাজ চেতনা*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৌষ ১৩৯৫, মুখবন্ধ - ২
২. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, মুখবন্ধ, পৃ. ২
৩. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, মুখবন্ধ, পৃ. ৩
৪. উদ্ধৃতি সূত্র, দত্ত উৎপল *শেক্সপীয়র ম্যাকবেথ*, থীমা, কলকাতা, ২০১৪।
৫. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, বন্দ্যোপাধ্যায় শমীক রচিত মুখবন্ধ, পৃ. ১
৬. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১
৭. উদ্ধৃতি সূত্র, দত্ত উৎপল, *ম্যাকবেথ*, প্রাজ্ঞল, পৃ. ৩
৮. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৫
৯. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৪
১০. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৫
১১. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৯
১২. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১১
১৩. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১০
১৪. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৭
১৫. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৬
১৬. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১৩
১৭. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১৯
১৮. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ২৩
১৯. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৩১
২০. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৩৭
২১. দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ. ৪৫

২২. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৫০
২৩. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৫১
২৪. দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ. ৫১
২৫. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৫৭
২৬. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৬২
২৭. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৬৩
২৮. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৬৭
২৯. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৭৭
৩০. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৮৩
৩১. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৮৫
৩২. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ৮৭
৩৩. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১০২
৩৪. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১০৩
৩৫. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১১৮
৩৬. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১১৯
৩৭. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১২২
৩৮. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১২৩
৩৯. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১৩২
৪০. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১৩৩
৪১. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১৩৭
৪২. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১৭৮
৪৩. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১৭৯
৪৪. উদ্ধৃতি সূত্র, তদেব, পৃ. ১৮৩